পয়লা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার করে জাতির কাছে ভোট চেয়েছিল। নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া দেশের প্রত্যন্ত জনপদের সমাবেশগুলোতে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। বিগত শাসনামলে সন্ত্রাস জর্জরিত জনগণ এ কারণেই চারদলীয় জোটকে ভোট দিয়েছে। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট দুই তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। জনগণ মূলত এ ভোট জোটকে নয়, দিয়েছে সন্ত্রাসের বিপক্ষে। বিএনপি'র নেতারা একথা স্বীকার করছে। তবে তাদের কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে না তারা অতীত থেকে শিক্ষা নিচ্ছে।

দেশে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস আবারও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। মিরপুরের দুর্বৃত্তরা চাঁদার দাবিতে দুই সহোদরকে জবাই করে হত্যা করেছে। সন্ত্রাসীরা ভাইকে হত্যা করতে গিয়ে বোনকে গুলি করেছে। চলছে লাগামহীন চাঁদাবাজি। দখলের প্রক্রিয়া। সন্ত্রাসীরা রাজনৈতিক পরিচয়ের খোলস পাল্টে ফেলছে। ক্ষমতাসীন দলের পরিচয়ে চালাচ্ছে কার্যক্রম। এমনকি আওয়ামী লীগ শাসনামলের একাধিক দাগি সন্ত্রাসী আদালত থেকে জামিন পেয়ে বের হয়ে আসছে। আবারও তারা ফিরে যাচ্ছে অন্ধকার জগতে। এদেরই একজন টোকাই সাগর।

দেশের অনেক লোমহর্ষক কর্মকান্ডের নায়ক টোকাই সাগর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের ক্যান্টিন বয় টোকাই সাগর এখন কোটিপতি। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা টোকাই সাগরকে গড়ে তুলেছে দাগি সন্ত্রাসী করে। সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অল্পতেই সে বিশাল সম্পদের মালিক হয়েছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করলেও অদৃশ্য কারণে আদালত থেকে জামিনে কয়েকবারই সে বেরিয়ে এসেছে। আওয়ামী লীগ শাসনামলের শেষ দিকে সে গ্রেপ্তার হয়। সম্প্রতি চারদলীয় জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আলাদীনের জাদুর কাঠির মতো সে জামিন পেয়েছে। বেরিয়ে এসে সে নিজেকে বিএনপি'র ঢাকা মহানগর শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দাবি করছে। এমনকি বিএনপি কেন্দ্রীয় অফিসে বসেই সে ২০০০কে দিয়েছে সাক্ষাৎকার। অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেছেন। প্রশ্ন, জনগণের রায়ে এমনভাবে বিপুল ভোটে বিজয়ী হবার পরও কি বিএনপি'র টোকাই সাগরদের প্রয়োজন!

জনগণ শান্তি চায়। চায় সন্ত্রাস থেকে মুক্তি। নির্বাচনের আগে বিএনপি দেশের জনগণকে সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। এ কারণেই আওয়ামী লীগ সরকারের শত সফলতাকে ম্লান করে দিয়ে জনগণ বিএনপিকে তথা জোটকে ভোট দিয়েছে। জোটের নেতৃত্বকে ক্ষমতায় এসে একথা ভুলে গেলে চলবে না। চারদলীয় জোট সরকারকে সন্ত্রাস দমনে আরো কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। বিএনপিকে অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সন্ত্রাসীরা নয়, জনগণই ক্ষমতার উৎস।